বাংলাদেশকে দেখলে বঙ্গবন্ধুকে দেখা যায়

আর বঙ্গবন্ধুকে দেখলে বাংলাদেশকে .......

ইফতেখার উদ্দিন আহাম্মদ মামুন

বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসি কখন থেকে তা বুঝে উঠতে পারিনি। আমার মরহুম বাবা কামাল উদ্দিন আহাম্মদ মোস্তফা মিয়া আওয়ামী লীগ সমর্থন:করত ও বঙ্গবন্ধূকে ভালোবাসত। সচরাচার সন্তানের কাছে পিতা হয়ে থাকে আদর্শ, হয়ত সেকারণে প্রথমটা বঙ্গবন্ধুকে ভালবাসতাম । প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখা পড়ার সময় একটি বই পড়েছিলাম **‘মুজিব তোমায় যেমন দেখেছি’**। অনেক বার পড়েছি বইটি, বুঝতে শিখেছি, বঙ্গবন্ধুকে ভালবাসার যুক্তি খুজে পেয়েছি। বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিজয় ইত্যাদির মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে খুজে পেলাম। আমার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সময় সামরিক শাষকরা ক্ষমতায় ছিল। তখন আমার বাবাকে আওয়ামী লীগ করে বলে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখত সমাজের সুবিধাভোগি শ্রেনির কিছু মানুষ। যারা ধর্ম প্রান তারা ভাবত এরা বোধ হয় হিন্দুদের দলের লোক। আরেক দল লোক ছিল এরা ভাবত “আওয়ামী লীগ একটি দল নাকি এরা ক্ষমতায় টমতায় যেতে পারবেনা” । সহপাঠীদের কেউ কেউ আবার বলত আওয়ামী লীগ গরীবদের দল। বিষয়টি আমাকে খুবই ভাবাত। আমাদের ঘরে বঙ্গবন্ধুর বেশ বড় সাইজের একটি ছবি ছিল। আব্বা ১৫ আগষ্ট/75-এর পর ছবিটি ঘরের আলমীরার পিছনে স্বযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। কারণ তখনকার সময়টা এমন ছিল যে বঙ্গবন্ধুর ছবি পর্যন্ত প্রকাশ্যে রাখা যেতো না। মাঝে মাঝে বের করে পরিষ্কার করতেন, আমরা দেখতাম, আব্বা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে গল্প বলতেন । আজ বলা হয় দেশে গনতন্ত্র নেই, এই নেই, সেই নেই, আমার প্রশ্ন তখন কি গনতন্ত্র ছিল? যে জাতীর জনকের ছবি প্রকাশ্যে রাখা যেতনা । ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্টের পর অনেক ঝড় সামাল দিতে হয়েছে আমার বাবাকে আমাদের পরিবারকে। একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধেও নয় মাসে আমাকে শিশু অবস্তায় নিয়ে ঘড় ছাড়া থাকতে হয়েছে আমাদের পরিবারকে, এখানে ওখানে এই বাড়িতে ওই বাড়িতে। কারণ হানাদার বাহীনির ক্যাম্পটি ছিল আমাদের বাড়ির দেড় কিলোমিটারে দুরুত্বে, আমাদের বাড়ির ছিল সদর রাস্তার পাশেই। আমি সক্রিয় ভাবে ছাত্রলীগ করতাম তাই ছিলাম বঙ্গবন্ধুর আদর্শে সচেতন এবং লেখাপড়াও করতাম বঙ্গবন্ধু ও তার সংগ্রাম এবং দেশের রাজনীতি নিয়ে । ইত্তেফাক আমার বাবার ছিল নিত্য সংঙ্গী কারণ তখন যা দুই একটি লিখা থাকত বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগকে নিয়ে তা ঐ ইত্তেফাকেই। লোকজন আমাদের বলত ইত্তেফাক আর আওয়ামী লীগ তোমাদের ভাত দেয়, আওয়ামী লীগ করে কি লাভ এবং মজার বিষয় তখন যারা আওয়ামী লীগদের বিদ্রুপ করত এখন তারা আওয়ামী লীগের প্রথম কাতারে। আমি যখন কলেজ লেভেলে পড়ি তখন এক সিনিয়ার ভাইয়ের সাথে বিতর্ক বাদল বঙ্গবন্ধু যদি ভালই হত তবে জয় খুনের বিচার হলো না কেন এ বিষয়ে নিয়ে। তখন তার সাথে যুক্তি প্রদর্শন করেছি কিন্তু ভাবছি বঙ্গবন্ধুর দেশের স্থপতি তার ২৩ বছরের সংগ্রামে ফসল স্বাধীনতা, সে স্বাধীন বাংলায় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়না নিজেকে প্রবোদ দিতে পারতাম না । যাই হোক সিনিয়র ভাইকে বলেছিলাম দ্বিতীয় বিশ্বুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের যেমন বিচার হয়েছে, তেমনি বাংলার মাটিতে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বচার হবেই হবে । আল্লাহর কাছে শুকরিয়া হয়েছেও তাই।

আমার বাবার সাথে ও আমাদের ভাই-বোনদের সাথে প্রায়শই রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হতো। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন একদিন বাবাকে বলি, কি করল বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করে, কেনইবা দেশ স্বাধীন করল, তার পর আবার বাকশাল তৈরি করল, দ্বিতীয় বিল্পব, তার জন্যই হয়ত বঙ্গবন্ধু মারা গেল ।

আব্বা তার কাছে থেকে বাকশাল গঠনতন্ত্রের একটি পুস্তিকা বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি বের করে আমাকে দিলেন । আমি নিবিড়ভাবে পড়লাম সবটা। এবার আমি বুঝেই বললাম এজন্যই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। বাকশালে অপব্যাখ্যা প্রচার না করে যদি বাস্তবায়ন করা হতো হবে বহুপুর্বেই দেশ উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হতো। আমি যখন চাকুরী করি বাবার সাথে রাজনৈতিক আলাপ আওয়ামীলীগ ৯১ এর ক্ষমতায় আসতে পারলোনা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি বললাম বঙ্গবন্ধু ভুলই করছিল দেশ স্বাধীন করে। যে দেশের মানুষ মনে করে দেশ বিক্রি করা যায়, সে দেশের স্বাধীনতা বুঝার মানুষকে? বাবা ধমক দিয়ে বলে উঠল, দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই আজ তুমি মামুন গ্রাজুয়েট হয়ে সরকারী চাকুরি করো ফ্যানের নিচে বসে। আমি পূর্ণ সচেতনতায় ফিরে এলাম........।

 সারা দেশে বঙ্গবন্ধুর এই ভালবাসার সৈনিকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কেউ তাদের চিনে না অথবা চিনতে চায় না। তাদের ভালবাসার মাঝেই বেঁচে আছে বঙ্গবন্ধু, বেচেঁ থাকবে যতিদিন বাংলাদেশ থাকবে। বঙ্গবন্ধু একটি নাম লক্ষ কোটি প্রাণ। তাইতো আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেছেন বাংলাদেশকে দেখলে বঙ্গবন্ধুকে দেখা যায়, আর বঙ্গবন্ধুকে দেখলে বাংলাদেশকে .......।